বৃক্ষ সম্মেলন অথবা পুরো ঐতিহাসিক

নাটক: সামিনা লুৎফা নিত্রা

কুশীলব: [প্রবেশ ক্রমানুসারে] [কুশীলবদের গলায় একটা করে ঝোলানো প্ল্যাকার্ডে তাদের নাম লেখা থাকবে]

শিরীষ – চট্টগ্রামের সি আর বি'র শতবর্ষী শিরীষ গাছ

কদম - চট্টগ্রামের সি আর বি'র পুরনো কদম গাছ

মেহগনি - চট্টগ্রামের সিআরবি'র মেহগনি গাছ

অশোক – সোহরোওয়ার্দি উদ্যানের কেটে ফেলা অশোক গাছ

গোলপাতা – সুন্দরবনের বিলুপ্তপ্রায় গোলপাতা গাছ

বাওয়াব – আফ্রিকার বাওয়াব গাছ

১

[শুরু হবে বাতাস, পাখির কাকলি, পোকা-মাকড়ের আওয়াজ ইত্যাদির শব্দ দিয়ে – ১ মিনিট]

[এই শব্দ ছাপিয়ে শুরু হবে ট্রাকের বা ভারী গাড়ির চাকার আওয়াজ – ৩০ সেকেন্ড, বুটের শব্দ, যন্ত্রপাতির ঝনঝনানি – ৩০ সেকেন্ড, তারপর ইলেকট্রিক করাত দিয়ে গাছ কাটার আওয়াজ এবং গাছ পড়ে যাবার শব্দ। কানে তালা লেগে যাবার মত আওয়াজ হবে (গাছেদের চিৎকার শোনানো গেলে কত দারুন ভয়াবহ হতো, তাই না?) একটা তীক্ষ্ণ চিইইইইইইইইইইই মার্কা যান্ত্রিক আওয়াজ চলতে থাকবে... ফেড আউট হবে তবে চিৎকার করতে করতে এবং ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে মঞ্চে ঢুকবে শিরীষ, সাথে কদম আর মেহগনি]

শিরীষ: [কাঁদতে থাকে] অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ... মা...বাঁচাও আমাকে । ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। দেখো দেখো ওরা আমাদের মারতে আসছে!

কদম, মেহগনি: কে কে? কে মারবে তোমাকে? কেন মারবে?

কদম: কী সব উলটা পালটা বকছো!

মেহগনি: স্বপ্ন দেখেছো নাকি?

শিরীষ: হুম! [আবার কাঁদে]

কদম: আচ্ছা, ভেজাল তো! এই, তুমি কি এখন আর বাচ্চা আছো যে এরকম করছো? স্বপ্ন দেখে এত চিল্লামিল্লি করা কী তোমাকে মানায়? বয়স তো আর কম হলো না, ঢংটা একটু কমাও না কেন?

শিরীষ: আমাদের কেটে ফেলবে এটা তো সত্যি নাকি?

মেহগনি: না না না না আমাদের কাটবে না। আমরা কী যে সে নাকি? আমরা হলাম ভিআইপি গাছ । যাই ঘটুক আমাদের কাটবে না!

কদম: প্ল্যানে স্পষ্ট লেখা আছে আমাদের কাটবে না। কাটবে অই ছোট খাট আম-কাঠাল এইসব।

শিরীষ: কিন্তু ওদেরই বা কাটবে কেন?

কদম: ওদের কাটলে কাটুক না, আমাদের কী! আমাদের তো আর কাটবে না! তাই না রে, মেহগনি?

শিরীষ: প্ল্যানের কথা যে বললে সেটার মধ্যে আমার নাম আছে? এই – আছে আমার নাম?

মেহগনি: [আমতা আমতা করে] আমি জানি না ঠিক। আমাদের দুইজনের নাম আছে এটা জানি। তোমার কথা খেয়াল করি নি। তবে তুমি হলে শতবর্ষী গাছ তোমাকে কি আর এত সহজে কাটবে?

শিরীষ: তাহলে তো কাটবে মনে হয়। নাম যখন নেই তখন আমি হয়তো আর অত ভিআইপি নাই। বয়স হয়েছে – আমাকে হয়তো পাত্তা দিচ্ছে না। এমা কী হবে আমার!!! [আবার কাঁদে]

কদম: কাটবে না

শিরীষ: যদি কাটে

কদম: কাটবে না

শিরীষ: যদি কাটে

কদম: কাটবে না

শিরীষ: যদি কাটে

কদম: কাটবে না

শিরীষ: যদি কাটে

কদম: আরে বললাম তো কাটবে না। [জোরে ধমক দেবে]

শিরীষ ও মেহগনি: আসলেই যদি কাটে!

মেহগনি: ওর নাম কিন্তু নাই। যদি কাটে?

শিরীষ: আমার গায়ে যে পাখিগুলো বসে, বাসা বানায়, যে পিপড়া-পোকা-মাকড়রা ঘুরে বেড়ায়, খাবার খোঁজে, আমার পাতার নিচে গা মিশিয়ে, রং মিলিয়ে বেঁচে থাকে আর পরাগায়ন করে যে মৌমাছি ওরা কোথায় যাবে? আমার ঝিরিঝিরি পাতায় ভরা ডাল্ গুলো যখন আকাশের দিকে গঠিত হয় তাদের কোলে ঝুপঝুপে আঁশলতানো হালকা-ফুলকা ফুলে যে মাছি আর মাকড়সা ঘোরে তারা যাবে কোথায়? আর মানুষ যে আমার বিশালতায় মুগ্ধ হয়ে আকাশে আমার ছবি আঁকা দেখে হা হয়ে যায় তারা হা হবে কী দেখে? কোথায়! হায় জীবন! হায় জীবন! সিআরবি কে আমি ভেবেছিলাম আমার বাড়ি। এখন শুনি এখানে আমার কোনো জায়গাই নেই।

কদম: তোমাকে কেটে ফেললে তো আসলেই বিপদ! তোমার কুট্টিকুট্টি পাতায় কত অক্সিজেনের খেলা।

মেহগনি: শিরীষকে যদি কাটতে পারে আমাদের কী আর রাখবে?

কদম: আমাদের কাটবে না - লেখা আছে প্ল্যানে!

মেহগনি: নিজেদের প্ল্যান তারা নিজেরা কি মানে?

কদম: আমাদের কাটবে না, কাটবে ছোটদের
ভি আইপি নয়, কাটবে নিচুদের,
বিপ্লবী বা তার্কিকদের
দুষ্টু গাছ যারা আছে যত কোণে
সব কেটে চাপা দেবে হাসপাতাল ভবনে!
আমাদের তাতে কী বা এলো গেলো
বোকারাই করে খালি মাথা এলোমেলো
[ছড়া বলতে বলতে কদমের প্রস্থান, শিরীষ আবার কাঁদতে শুরু করে, মেহগনি তাকে থামাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়]

২

[গোলপাতা আর অশোকের প্রবেশ।]

গোল: এই যে তুমি এমন ভ্যা ভ্যা করে কাঁদছ কেন?

অশোক: এই থামো না একটু! তোমার কান্নার চোটে একটু ঘুমাতেও পারছি না স্বর্গে! তুমি কে হে! থামো তো!

গোল: এই থাম বলছি! এক্ষণি থাম! থাম!

মেহগনি: দ্যাখেন না, ওকে কেটে ফেলবে ভেবে ভয়ে কাঁদছে!

গোল: কাটবে না! তো কী করবে ! তোমাকে সারাজীবন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য বাচিয়ে রাখবে? যে নধর দেহ বানিয়েছো – এমনিতেই কাটবে ! কত কাঠ দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে কাটবে। কত দাম পাবে মানুষেরা! কাটবে আবার না! এহ!

অশোক: খালি কাঠের জন্যই বুঝি গাছ কাটে মানুষ। আমার মতো কত্তগুলা অশোক-শিরীষ কেটে ফেললো না এই সেদিন সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে – তারপর অই যশোর রোডে! কেন জানো না? আরে খাবারের দোকান দিবে, রাস্তা বড় করবে, তাই! কাঠ ফাট লাগে না সবসময়। খালি বিল্ডিং লাগে বিল্ডিং। বিল্ডিং, রাস্তা আর খাওয়া – ফাস্ট ফুড মানেই ফাস্ট গ্রোথ। মানে মহা মহা উন্নয়ন!

শিরীষ: আপনারা কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে কাটলে কাঠবিড়ালীগুলি কই যাবে?কাঠঠোকরা? মানুষের যে ছোট বাচ্চারা আমার গুড়ির পেছনে গুরি মেরে লুকিয়ে থেকে টিল্লো-এক্সপ্রেস আর লুকোচুরি খেলে ওরা কই যাবে?

অশোক: শোন আর মানুষের লাগে খালি বুদ্যুত! আর লাগে রেল আর লাগে আর লাগে ব্রিজ আর লাগে আর লাগে আর লাগে উন্নয়ন!

গোল: শুনো বোকা শিরীষ, খালি তো গাধার মত লম্বাই হয়েছো শত বছর ধরে, বুদ্ধি হয় নাই। তোমার কথা, কাঠবিড়ালীর কথা, আমার গোল পাতার ফলের কথা, অশোকের স্বর্ণাভ ফুলের কথা ভাবার সময় মানুষের নাই। আমাকে কেটে কেটে পুরা সুন্দরবন উজার করে ফেলেছে। সাইলো, কারখানা আর বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানিয়েছে খালি। সেই কেন্দ্রে বিদ্যুৎ বানাতে মানুষের টাকায় খালি ভর্তুকি দিতে হয়, উদ্বৃত্ত তবু খালি বিদ্যুৎ বানাইতেই থাকে... ফুল-পাখি-হরিন-মৌমাছির কথা ভাবার টাইম নাই মানুষের!

শিরীষ: কিন্তু মানুষের সময় নাই মানে কি! কত মানুষ তো আসে, এই সি আরবি এলাকায় বিকালে বেড়াতে, খেলতে, হাওয়া খেতে, লুকোচুরি করতে, প্রেম করতে! আসে না? তারাও তো মানুষ!

মেহগনি: হ্যাঁ তারাও মানুষ! তারাও চায় গাছেদের বাঁচাতে, সি আরবির প্রকৃতি বাঁচাতে । কিন্তু তারা মনে হয় বেশি ভিআইপি মানুষ না! কাজেই তারা চাইলেও বাঁচাতে পারবে না বোধয়!

গোল: মানুষ খালি নিজেদের বাঁচাতে চায়। বাকি সবার জীবন কেবল তাদের জন্য - তাদের জন্য – তাদের জন্য!

অশোক: তাদের জন্য লাগে টাকা, হাসপাতাল আর লাগে মার্কেট আর লাগে বিল্ডিং...আর লাগে জিনিস জিনিস জিনিস। আর লাগে বিল্ডিং আর লাগে ডিং ডিং ডিং ডিং ডিং ডিং! আর লাগে কয়লা, তেল, গ্যাস, আর লাগে বুদ্যুত ... টুট টুট টুট টুট... বিদ্যুৎ! ধুত ধুত !

মেহগনি: শিরীষ, শোন! এসব অচেনা গাছের কথায় কান দিও না। সি আরবিতে আমাদের মত ভি আই পি গাছদের কাটবে না। তুমি চিন্তা করো না।

শিরীষ: না না না না ! ওরা ভি আইপি না বলে কী ওরা গাছ না??!!

[কদমের প্রবেশ]

৩

কদম: এই শিরীষ তুমি এখনো কাঁদছ? মানে কী? বললাম না আমাদের কাটবে না! আমরা হলুম ভি আইপি !

শিরীষ: গাছ কাটতে হবে কেন?

কদম: হাসপাতাল বানাবে

শিরীষ: হাসপাতাল কার জন্য?

কদম: মানুষ ভিআইপি দের জন্য!

শিরীষ: আর বাকিরা?

কদম: কারা? ভি আইপি নয় এমন আবার মানুষ নাকি তারা?

শিরীষ: তাহলে আমার পাতায় ধাক্কা খাওয়া বাতাস কোথায় ঝিরঝির করে বয়ে যাবে?

মেহগনি: বাতাস লাগবে কেন? অক্সিজেনের সিলিন্ডার থাকবে খাড়া!

কদম: বাতাস লাগবে কেন? এসি থাকবে যে দাঁড় করা!

শিরীষ: সবাই যেতে পারবে কি অই হাসপাতালের ঘরে? যারা খেলে লুকোচুরি আমার কায়ার আড়ে?

কদম: যারা ভিয়াইপি না নিচুতলার গাছ, তাদের নিয়ে ভেবে ভেবে মাথায় পড়বে বাজ

যারা ভিআইপি নয় নিচুতলার মানুষ, তাদের নিয়ে ভেবে ভেবে ঘিলু হবে ফানুস!

গোল: তুমি কান্না থামাও দেকি বাপু। তোমার কান্নায় কাহিল হয়ে গেলাম।

অশোক: কান্না বন্ধ করো। আমাদের চাই শুধু উন্নয়ন উন্নয়ন উন্নয়ন। রাস্তা, ব্রীজ, রেস্টুরেন্ট, রেল, কারখানা আর বিল্ডিং! উন্নয়ন ছাড়া হয় না কোনো এন্ডিং।

[বাওয়াবের প্রবেশ]

৪

বাওয়াব: বাবারে! আমাকে বা তোমাকে ওরা যে পুছেই না সেটা কেন তোমরা ভুলে যাও? আমি সেই আফ্রিকায়ও দেখেছি, উন্নয়নের নামে, ভালর নামে কেমন অনায়াসে কেটেছে, উচ্ছেদ করেছে আমাদের। বিলুপ্ত হয়ে ট্রাকে করে ইউরোপ -আমেরিকা-জাপানে প্রদর্শনীর নামে ঘুরেছি চিৎপাত হয়ে, ভি আইপি মানুষেরা আমাদের দুরবস্থা দেখে আহ – উহু করেছে, দু ফোঁটা চোখের জলও কী ফেলেনি কেউ কেউ! ফেলেছে! তাতে কী এসে গেছে! আসল কথা কি জানো? খাড়া হয়ে ঋজু হয়ে দাড়িয়ে থাকলেই বিপদ। ওদের নজরে পরে – ফলে চিৎপটাং করে দেয় একেবারে! [গাছ কেটে ফেলে দেবার আওয়াজ]

অশোক: আসল কথা হইলো উন্নয়ন উন্নয়ন উন্নয়ন... মানুষের ভিআইপিদের উন্নয়ন, ইউনাইটেড -এভারকেয়ার- স্কয়ারের উন্নয়ন, নিচুতলার জন্য হাড়িতে গরম পানি, ছুটাছুটি আইসিইউ আর অক্সিজেনের হাহাকার! ভিয়াইপিদের জন্য এক্টেমরা, আইসিইউ আর যত যত কাড়ি কাড়ি টাকাকড়ি ঢালা! টাকা দিয়ে বেঁচে থাকা কেনা! তোমার টাকা নাই তো তফাত যাও! হও চিৎপটাং ! সব খানে খালি চাই উন্নয়ন! হাসপাতাল হবে, উন্নয়ন হবে কিন্তু মাগার সবার জন্য হবে না!

কদম: সবাই কাটা পড়বেও না। শুধু ছোটলোক গাছগুলা কাটবে–আমাদের রক্ষা করা হবে।

শিরীষ:

যখন ওরা প্রথমে বিপ্লবী গাছদের জন্য এসেছিলো,
আমি কোন কথা বলিনি,
কারণ আমি বিপ্লবী গাছ নই।
তারপর যখন ওরা ছোট গাছগুলোকে কেটে চালান দিয়ে দিল,
আমি নীরব ছিলাম,কারণ আমি ছোট গাছ নই।
তারপর ওরা যখন ফিরে এলো মাঝারিদের গ্যাস চেম্বারে ভরে মারতে,
আমি তখনও চুপ করে ছিলাম, কারণ আমি মাঝারি নই।
আবারও আসল ওরা ধার্মিক গাছেদের কেটে নিয়ে যেতে,
আমি টু শব্দটিও উচ্চারণ করিনি,কারণ আমি ধার্মিক নই।
শেষবার ওরা ফিরে এলো আমাকে কেটে নিয়ে যেতে,
আমার পক্ষে কেউ কোন কথা বলল না,
কারণ, কথা বলার মত তখন আর
কোনো গাছ বেঁচে ছিল না। [মার্টিন নিমোলারের কবিতা অবলম্বনে]

বাওয়াব: কাজেই শুধু যদি মিউজিয়ামে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকতে না চাও, সি আরবি বাঁচাও! প্রাণে প্রান মেলাও! গাছ কাটা থামাও! হাতে হাত বাঁধো, গাছ কাটা রুখো!